কলকাতা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী আপিল বিচার বিভাগ

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০০৯ সালের এফ. এম. এ ৩৭৮

অজিত কুমার করজি

বনাম

ওরিয়েন্টাল ইনস. কো. লিমিটেড এবং অন্যান্য

আপিলকারীর জন্যঃ	শ্রী সাইদুর রহমান, আইনজীবী
বীমা কোম্পানির জন্য	**শ্রী** পরিমল কুমার পাহাড়ি, আইনজীবী
শোনা হল	০৫.০৯.২০২৩
রায়দান	২৭.০৯.২০২৩

অজয় কুমার গুপ্ত, বিচারপতি

১। আপিলকারী ২০০২ সালের ১২৮ নং এম. এ. সি মামলায় জলপাইগুড়ির ২৪ নম্বর আদালতের মাননীয় জজ কর্তৃক গৃহীত ১৬ই জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখের রায় ও রায়কে আক্রমণ করেছেন, যার ফলে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীর পক্ষে চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য মাত্র ৬০,০০০ টাকা এবং ব্যথা ও কষ্টের জন্য ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছে এবং রায়ের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে, যা ব্যর্থ হলে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য ১৬৬ নম্বর ধারার অধীনে দায়ের করা একটি আঘাতের মামলায় দাবি দায়েরের তারিখ থেকে প্রতি বছর ৮ শতাংশ হারে সুদ বহন করবে মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮ (এখানে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

২। আপিলকারী এই আপিল দায়ের করেছেন কারণ ২৮.১২.২০০১ তারিখে সকাল ৭.৩০ মিনিটে অজিত কুমার কার্জি একটি মোটরসাইকেল নম্বর ডবলু পি-৭২/এ-৩৫৮৭ চালিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে জলপেশের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ডবলু পি-৭২/০৬৫১ নম্বরের আরেকটি গাড়ি (ট্রাক) দ্রুতগতিতে এসে হঠাৎ করেই তাকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে তার শরীরে গুরুতর আঘাত লাগে। তাকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং তারপরে তাকে চিকিৎসার জন্য ২৮.১২.২০০১ থেকে ২৯.১২.২০০১ তারিখে প্যারামাউন্ট নার্সিং হোমে স্থানান্তর করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০১ থেকে ৮ই জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি আবার কলকাতা হার্ট ক্লিনিক ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন যেখানে ৩১.১২.২০০১ থেকে

০১.০১.২০০২ পর্যন্ত এবং তারপর মেডিকিউর নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হন যেখানে ০১.০১.২০০২ থেকে ০২.০১.২০০২ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাকে ০২.০১.২০০২ থেকে ১১.০১.২০০২ পর্যন্ত ফ্লোরিড নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তারপর রাম কৃষ্ণ মেডিকেল কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে ১২.০১.২০০২ থেকে ২১.০২.২০০২ পর্যন্ত তাকে সর্বশেষ ১১.০৩.২০০২ তারিখে কলকাতা হার্ট ক্লিনিক ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ১২.০৩.২০০২ তারিখে ডাঃ ব্যানার্জী ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা করেন এবং কলকাতার রাম কৃষ্ণ মেডিকেল সেন্টারে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার ডান হাত কেটে ফেলা হয় এবং অবশেষে তিনি ৫৫% স্থায়ী ব্যক্তিগত অক্ষমতা ভোগ করেন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল শুধুমাত্র ট্রাকের চালকের বেপরোয়া এবং অবহেলার কারণে।

৩। বিবাদী নং ১/বীমা কোম্পানি লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলাটির বিরোধিতা করে যে দুর্ঘটনাটি ভুক্তভোগীর দোষের কারণে ঘটেছে। বিবাদী নং ১ আপিলকারী/দাবীদারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ এবং অভিযোগ অস্বীকার এবং বিতর্ক করে এবং অবশেষে মামলাটি খারিজের জন্য আবেদন করে। যদিও অপরাধী গাড়ির মালিক/বিবাদী নং ২ প্রাথমিক পর্যায়ে মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি এবং অবশেষে বিবাদী নং ১/বীমা কোম্পানির বিরুদ্ধে একতরফাভাবে বিবাদী নং ২/বিবাদী গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এলডি ট্রাইব্যুনাল মোট ৭০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করেছে। অতএব, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তাৎক্ষণিক আপিল।

৪. আপিলকারী/দাবীদারের পক্ষে উপস্থিত লেফটেন্যান্ট অ্যাডভোকেট জনাব রহমান জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং দাখিল করেন যে, দুর্ঘটনার তারিখ থেকে ১২ মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত ভুক্তভোগীর চিকিৎসা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্য মাত্র ১০,০০০ টাকা এবং চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য ৬০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে গুরুতর ভুল করেছেন। ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, প্যারামাউন্ট নার্সিং হোম, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা হার্ট ক্লিনিক ও হাসপাতাল, মেডিকিউর নার্সিং হোম, ফ্লোরিড নার্সিং হোম, রাম কৃষ্ণ মেডিকেল কমপ্লেক্সের মতো বিভিন্ন হাসপাতালে তাকে ব্যাপকভাবে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং অবশেষে বিভিন্ন বেসরকারি ডাক্তারদের দ্বারাও চিকিৎসা করা হয়েছে। তাই তার চিকিৎসায় ২ লক্ষ টাকারও বেশি খরচ হয়েছে। ভুক্তভোগীর ডান হাত এবং আঙুল কেটে ফেলা হয়েছে। ডান হাত এবং আঙুল কেটে ফেলার কারণে মেডিকেল বোর্ড তার ৫৫% অক্ষমতা নির্ধারণ করেছে। তবে, লেফটেন্যান্ট ট্রাইব্যুনাল তার বিচক্ষণ মন প্রয়োগ না করে চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য মাত্র ৬০,০০০ টাকা মূল্যায়ন করেছে এবং মাত্র ১০,০০০ টাকা প্রদান করেছে। কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্য ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তিনি দুটি বিষয় উত্থাপন করেছেন, যথা: এলডি ট্রাইব্যুনাল প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয় মূল্যায়ন করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আপিলকারী/দাবী চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য ৬০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। এই পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা উচিত কারণ তিনি ৫৫% অক্ষমতা ভোগ করেছিলেন এবং প্রায় তিন মাস ধরে সাতটি ভিন্ন নার্সিং হোম এবং হাসপাতালে তাকে ব্যাপকভাবে চিকিৎসা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্য ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করার ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল করেছেন। যদিও ভুক্তভোগী ব্যথা, যন্ত্রণা এবং মানসিক আঘাত এবং জীবনের প্রত্যাশা হারিয়েছেন। অতএব, অ-আর্থিক ক্ষতির জন্য পরিমাণ ১ লক্ষের কম হওয়া উচিত নয়।

৫। অন্যদিকে, প্রত্যর্থী/বীমা সংস্থার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী বলেন যে, ভুক্তভোগী একজন সরকারি শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি প্রতি মাসে মোট ৯২২৭/- টাকা বেতন পেতেন এবং মোট আয় ছিল ৮০৫৭/- টাকা, কিন্তু চিকিৎসার পরে চাকরিতে যোগ দেওয়ায় তাঁর উপার্জন বা ভবিষ্যতের উপার্জনের কোনও ক্ষতি হয়নি। উপরন্তু, তিনি চিকিৎসা পরিষেবার কারণে তাঁর অনুপস্থিতির জন্য সমস্ত বেতন পেয়েছিলেন। অতএব, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে চিকিৎসার সময় উপার্জনের ক্ষতি এবং স্থায়ী অক্ষমতার কারণে ভবিষ্যতের উপার্জনের ক্ষতি শিরোনামের অধীনে আর্থিক ক্ষতির মূল্যায়ন করেনি কারণ তিনি তাঁর চাকরিতে অব্যাহত ছিলেন। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে যদিও আপিলকারী/দাবিদার বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমে চিকিৎসা করেছেন কিন্তু তিনি চিকিৎসা সংক্রান্ত দেখিয়ে তার প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয় প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন রসিদ এবং ভাউচার। অতএব, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে চিকিৎসা ব্যয় এবং ৬০,০০০/- টাকা এবং যন্ত্রণা ও ভোগান্তির ১০,০০০/- টাকা মূল্যায়ন করেছে। সুতরাং, আপিলকারী/দাবিদার -এর জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ বাড়ানোর প্রয়োজন নেই ।

৬। পক্ষগুলির বক্তব্য শোনার পর এবং রেকর্ডে উপলব্ধ উপকরণ পর্যালোচনা করার পর দেখা যাচ্ছে যে দাবিদার নিজেই মোটরযান আইনের ধারা ১৬৬ এর অধীনে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেছেন এবং আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত সুদ সহ ৩,৫০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করেছেন। তিনি তার মামলা প্রমাণ করেছেন। তিনি নিজেকে P.W. 1 হিসাবে, P.W. 2 হিসাবে একজন প্রত্যক্ষদর্শী অজয় রায় এবং P.W. 3 হিসাবে ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ভৌমিক এবং P.W. 4 হিসাবে অরুণ বালা (BMOH) ময়নাগুড়ি হাসপাতালকে P.W. 4 হিসাবে তার মামলা প্রমাণ করেছেন। মৌখিক এবং তথ্যচিত্র উভয় প্রমাণ পর্যালোচনা করে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকের চালক এবং

মোটরযানের সাইকেল আরোহী উভয়েরই অবহেলার কারণে এবং উভয়ই দুর্ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে সমানভাবে অবহেলা এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, ভুক্তভোগীর ডান হাতে আঘাত লেগেছে এবং তার আরোগ্যের জন্য বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলছে, যার ডান হাতের বিকৃতি ছিল এবং ডাক্তার ৫৫% অক্ষমতা মূল্যায়ন করেছেন যদিও আসলে অক্ষমতা ছিল ১০%। একটি শর্ত ছিল যে আঘাতটি ১০ বছর পরে আবার মূল্যায়ন করা যেতে পারে। চিকিৎসার সময় বা তার পরে আপিলকারীর কোনও আর্থিক ক্ষতি হয়নি অর্থাৎ আয়ের ক্ষতি হয়নি। চাকরি থেকে তিনি কোনও আর্থিক ক্ষতি ভোগ করেননি। চিকিৎসার পরেও তিনি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং চাকরি চালিয়ে গেছেন। তাই, চিকিৎসার সময়কালে এবং ভবিষ্যতেও আয়ের ক্ষতির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে আয়ের ক্ষতির জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ দেননি। তবে, উচ্চ আদালত ব্যথা এবং যন্ত্রণার জন্য ১০,০০০ টাকা নির্ধারণ করেছে যা আঘাতের ধরণ, ভুক্তভোগীর আয়ুষ্কাল এবং অক্ষমতা বিবেচনা করে দৃশ্যত কম বলে মনে হচ্ছে। তদুপরি, প্রায় তিন মাস ধরে তিনি বিভিন্ন নার্সিং হোম এবং হাসপাতালে ব্যাপকভাবে চিকিৎসা করেছিলেন। এটা সত্য যে আপিলকারী/দাবীদার সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যয় উপস্থাপন করতে পারেননি তবে তিনি অবশ্যই তার চিকিৎসার জন্য ব্যয় করেছেন। তিনি কেবল কিছু অর্থের রসিদ উপস্থাপন করেছেন তবে উচ্চ আদালত অনুমানের ভিত্তিতে ৬০,০০০ টাকা প্রদান করেছে। চিকিৎসা ব্যয় আরও বেশি প্রদান করা উচিত ছিল।

৭. যদিও আবেদনকারী/দাবিদার আহত হননি, তবে তাঁর ডান হাতে বিকৃতি ঘটেছে এবং পি. ডব্লিউ. এস. ৩ ও ৪-এর প্রমাণ অনুযায়ী। তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং অবশেষে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল এবং তাঁর ডান হাত কেটে ফেলা হয়েছিল। অতএব, আঘাতের প্রকৃতি সহজ নয় বরং গুরুতর প্রকৃতির। যার ডান হাত কেটে ফেলা হয়েছে, তিনি অবশ্যই সারা জীবন

ব্যথা এবং যন্ত্রণা ভোগ করবে, যা হতে পারে না। একটি আর্থিক ত্রাণ দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। এটা সত্য যে তার উপার্জনের কোনও ক্ষতি হয়নি। এটিও স্বীকৃত যে তার উপার্জনের কারণে কোনও আর্থিক ক্ষতি হয়নি। এটি অবিসংবাদিত নয় যে তিনি তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে চিকিত্সা করেননি। তিনি চিকিৎসা ব্যয় বহন করেছিলেন। চিকিত্সার সময়কালে তিনি ব্যথা, আঘাত, ট্রমা এবং মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন এবং চিকিত্সার পরেও তিনি ভবিষ্যতে ব্যথা এবং যন্ত্রণা ভোগ করবেন কারণ তার ডান হাত এবং আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলা হয়েছিল এবং তার ডান হাতে বিকৃতি হয়েছিল। যে ব্যক্তি যে কোনও ক্ষেত্রে কাজ করেন যদি তাঁর ডান হাত বিকৃতি ভোগ করে যা অবশ্যই তাঁর জীবনে অসুবিধা, কষ্ট, অস্বস্তি, হতাশা এবং মানসিক চাপকে প্রভাবিত করবে। অতএব, তিনি অ-আর্থিক ক্ষতির অধিকারী। **আর. ডি. হাট্টাঙ্গাদি বনাম পেস্ট কন্ট্রোল (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড**-এ রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে! সুপ্রিম কোর্ট উক্ত রায়ে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> *১২। তার প্রকৃতিতে যখনই কোনও ট্রাইব্যুনাল বা আদালতকে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়, তখন এতে কিছু অনুমান, কিছু অনুমানমূলক বিবেচনা, অক্ষমতার প্রকৃতির সাথে যুক্ত কিছু পরিমাণ সহানুভূতি জড়িত থাকে। তবে উপরোক্ত সমস্ত উপাদান কে উদ্দেশ্যমূলক মান দিয়ে দেখতে হবে।*

এ আই আর ১৯৯৫ সুপ্রিম কোর্ট ৭৫৫

১৩. সি. কে. সুব্রামোনিয়া আইয়ার বনাম টি. কুন্হীকুট্টন নাইয়ার-এর ক্ষেত্রে এই আদালত মারাত্মক দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত আইন পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"ক্ষতির মূল্যায়নে, আদালতকে অবশ্যই এমন সমস্ত বিষয় বাদ দিতে হবে যা অনুমান বা কল্পনাপ্রসূত যদিও কিছু পরিমাণে অনুমান অনিবার্য।

১৪. ইন হ্যালসবারির ল' স অফ ইংল্যান্ড, ৪র্থ সংস্করণ, খণ্ড ১২ ৪৪৬ পৃষ্ঠায় অর্থহীন ক্ষতির বিষয়ে বলা হয়েছেঃ

"অ-আর্থিক ক্ষতিঃ প্যাটার্ন-ব্যথা, যন্ত্রণা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষতির জন্য প্রদত্ত ক্ষতিগুলি একটি প্রচলিত পরিমাণ গঠন করে যা সমাজ ন্যায্য বলে মনে করে, ন্যায্যতা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের আলোকে আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। এইভাবে প্রচলিত নীতিগুলির একটি সেট বিকশিত হয়েছে যা বিভিন্ন আঘাতের তুলনামূলক তীব্রতার জন্য একটি অস্থায়ী নির্দেশিকা প্রদান করে এবং ক্ষতির একটি বন্ধনী নির্দেশ করে যার মধ্যে বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট আঘাত পড়বে। বাদী তার বয়স এবং যে কোনও অস্বাভাবিক বঞ্চনার সম্মুখীন হতে পারে তা সহ নির্দিষ্ট পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয় পুরস্কারের প্রকৃত পরিমাণ।

অর্থের মূল্য হ্রাসের ফলে এই পুরস্কারগুলির ক্রমাগত পুনর্মূল্যায়ন এবং নির্দিষ্ট কিছু মূল পয়েন্টে ক্ষতির পর্যায়ক্রমিক পুনর্মূল্যায়নের দিকে পরিচালিত করে যেখানে অক্ষমতা সহজেই সনাক্তযোগ্য এবং বড় সাপেক্ষে নয় পৃথক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য। "

৮. উপরের আলোচনার আলোকে এবং ভুক্তভোগীর আঘাতের প্রকৃতি বিবেচনা করে, তার বয়সের পাশাপাশি তাকে কমপক্ষে সাতটি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল, তাই আমি চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা দিতে চাই। আমি আরও ১ লক্ষ টাকা অনুমতি দিচ্ছি ব্যথা এবং যন্ত্রণা কারণ ভুক্তভোগীর আঘাত স্থায়ী।

৯. উপরের পর্যবেক্ষণের কথা মাথায় রেখে -এর গণনা করা হয় ক্ষতিপূরণ নিম্নরূপ মূল্যায়ন করা হবেঃ

ক্ষতিপূরণ গণনা

উপার্জনের ক্ষতি এবং ভবিষ্যৎ উপার্জন	কোন অর্থ নেই
চিকিৎসা ব্যয়	টাকা ১,০০,০০০-
যোগ করুনঃ অ-আর্থিক,	টাকা ১,০০,০০০-
ব্যথার মতো ক্ষতি,	
যন্ত্রণা এবং ট্রমা দুর্ঘটনা থেকে	
মোট ক্ষতিপূরণ	টাকা ২,০০,০০০-

১০। সুতরাং, আপিলকারী/দাবিদার আরও বর্ধিতকরণ পাওয়ার অধিকারী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আসে ১,৩০,০০০ টাকা/= (২,০০,০০০ টাকা/- বিয়োগ ৭০,০০০/- টাকা (এল. ডি. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ) যা

দাবি দায়েরের তারিখ থেকে প্রতি বছর ৬ শতাংশ হারে সুদ বহন করবে আবেদন অর্থাৎ ২৫.০৪.২০০২ থেকে চূড়ান্ত অর্থ প্রদান পর্যন্ত।

১১। উত্তরদাতা নং ১ ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দাবিদারকে দাবির আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে অর্থাৎ ২৫.০৪.২০০২ থেকে শেখা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে চেকের মাধ্যমে চূড়ান্ত অর্থ প্রদান পর্যন্ত পুরো অর্থের উপর বার্ষিক ৬ শতাংশ সুদ সহ আগে প্রদান না করা হলে, এলডি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অর্থাৎ ১,৩০,০০০/= টাকা এবং ৭০,০০০/- টাকা জমা করতে হবে সাধারণ, হাইকোর্ট কলকাতা তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে।

১২। জ্ঞাত রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতা, উপরে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ জমা করার পরে, যথাযথ সনাক্তকরণের পরে আবেদনকারী/দাবিদারদের পক্ষে পরিমাণটি ছেড়ে দেবে এবং বর্ধিত পরিমাণের উপর অ্যাড ভ্যালোরেম কোর্ট ফি প্রদানের যাচাই সাপেক্ষে, যদি ইতিমধ্যে প্রদান করা না হয়, তবে এলডি ট্রাইব্যুনাল তার রায় এবং জানুয়ারি, ২০০৮ ১৬ তম তারিখের রায়ে এবং রায়ে নির্ধারিত পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতে প্রদান করবে।

১৩. উপরের পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, তাত্ক্ষণিক আপিল নিষ্পত্তি করা হয় ।

১৪। ১৬.০১.২০০৮ তারিখের বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় এবং রায় কেবলমাত্র পূর্বোক্ত পরিমাণে সংশোধন করা হয়েছে। সম্পর্কে কোনও খরচ আদেশ নেই।

১৫. নিম্ন আদালতের রেকর্ডসহ এই রায়ের একটি অনুলিপি, যদি পাওয়া যায়, তাহলে তা অবিলম্বে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে তথ্যের জন্য ফেরত পাঠানো হোক।

১৬. সমস্ত পক্ষ রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার অনুলিপির উপর কাজ করবে কলকাতার হাইকোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আপলোড করা হয়েছে।

১৭. এই রায় ও আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট অনুলিপি দেওয়া হবে সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর পক্ষগুলিকে।

(অজয় কুমার গুপ্ত,বিচারপতি)

পি. আদাক (পি. এ.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly